দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ইসলামী ভার্সিটি ।৷ সৎ ও যোগ্য ভিসির অভাবে মুখ থুবড়ে আছে

শামীনুর রহমান শামীম ।। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ এক মাস যাবত অচলাবস্থা বিরাজ করছে। বর্তমান ভাইস চযান্সেলরের অপসারণের দাবীতে ছাত্র লীগ (শা-পা), ছাত্র শিবির এবং ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি একযোগে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা দীর্ঘ একমাসেও নিরসন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বর্তমান ভিসির অদক্ষতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ এনে তার অপসারণ, সকল প্রকার দুনীতি, অনিয়ম তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন এবং ২৬ জুনের পর হতে ভাইস চ্যান্সেলরের। এককভাবে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানিয়ে শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট জার্মান সফরের পূর্বে স্মারকলিপি প্রদান করলেও সরকার এ পর্যন্ত অচলাবস্থা নিরসনে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে শিক্ষক সমিতি অবিরাম ধর্মঘট পালন করছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) বর্তমান ভিসির দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগ এনে তাঁর অপসারণের দাবীতে গত ২৬ জুন ভিসি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেই থেকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মেইনগেট একাডেমিক ও প্রেশাসনিক ভবনে তালা ঝুলছে। বন্ধ রয়েছে ক্লাস-পরীক্ষাসহ যাবতীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। দীর্ঘ একমাস অতিবাহিত হলেও অচলাবস্থা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা শুরু হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকটি বিভাগে মাস্টার্সের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও মৌখিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় তারা 'অ্যাপিয়ার সার্টিফিকেট' পায়নি। ফলে এসব ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ থাকায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। সাড়ে ৩ বছরের সেশনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে ইতোমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা আবসিক হল ত্যাগ করেছে। এখনও অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, ডাইনিং হল বন্ধ থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। অচলাবস্থা অব্যাহত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটের করাল গ্রাসে নিপতিত হবে– এ আশংকায় তারা দিন কাটাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে অভিভাবকবৃন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ২শ' ২০ জন অভিভাবক বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে সমস্যা নিরসনে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বিবৃতিতে অভিভাবকবৃন্দ বলেন, বর্তমান ভিসির ক্ষমতালিপ্সা, একগুঁয়েমি এবং সরকারের উদাসিনতা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার মুখে একই প্রশ্ন– কবে খুলবে ক্যাম্পাস? কবে শুরু হবে সার্বিক কার্যক্রম? অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক, অবকাঠামোগতসহ সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অচলাবস্থা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়াটে পরিবহনগুলো চলাচল না করলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৩ লাখ টাকা ভাড়া হিসেবে গুনতে হয়েছে।

এদিকে বিশবিদ্যালয়ে ভিসি বিরোধী আন্দোলন এখন তুঙ্গে। ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের দাবীতে প্রতিদিন ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগের এ দাবী সাথে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠনগুলো একাত্মতা ঘোষণা করায় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কুষ্টিয়াস্থ ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে ছাত্রলীগ মিছিল-সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত দাবীর সমর্থনে কালো পতাকা প্রদর্শন, অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। ছাত্রলীগ গত ২৬ জুন ভিসি অফিস এবং পরবর্তীতে ভিসির বাসভবন ভাংচুর করে লক্ষাধিক টাকার সম্পদ ধ্বংস করেছে। ছাত্রলীগ গত ১ জুলাই ভিসির বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং ক্যাম্পাসে ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। সেই থেকে ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাসে আসতে পারেননি। এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবির বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ-আত্মসাত, দলীয়করণ, একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অনিয়মের অভিযোগ এনে অবিলম্বে তার অপসারণের দাবী জানিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, গণজমায়েতসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে। ছাত্র শিবির, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন বর্তমান ভিসির দুর্নীতি তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের এবং একজন সৎ, যোগ্য ও ইসলামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন প্রবীণ শিক্ষাবিদকে ভিসি হিসেবে নিয়োগের দাবী জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম এবং গ্রীন ফোরাম অচলাবস্থা নিরসনে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ভাইস চ্যান্সেলরের আলোচনার আহবান শিক্ষক সমিতি প্রত্যাখান করেছে